الدرس الثالث عشر

এয়োদশ দার্‌স

تابع أركان الإيمان: الإيمان بارسل

রাসূলগণের উপর ঈমান আনাঃ

রাসূলগণের প্রতি সমষ্টিগতভাবে ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। তাই আমাদেরকে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদদানকারী, সতর্ককারী এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে বহু রাসূল পাঠিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴾ ﴿النحل:٣٦﴾

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাকো।" (সূরা নাহল ৩৬) যে তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা সুফল লাভে ধন্য হবে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হবে। আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেক নবীদের দাওয়াত একই ছিলো। তা ছিলো, আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত এবং তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য মনে করার প্রতি আহ্বান। শরীয়ত ও বিধি-বিধানে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ-ﷺ-। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الاسراء:٥٥]

"আমি তো নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।" (সূরা ইসরা ৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ﴿الأحزاب:٤٠﴾.

" মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" (সূরা আহযাব ৫১) নবীদের মধ্যে যাঁদের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন অথবা যাঁদের নাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, বিশদভাবে ও নির্দিষ্টভাবে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন, হযরত নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম ইত্যাদি। তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক।